বেরঙিন সময়ে

–মিতালী দে

সুরক্ষা কবচ ছিঁড়ে ফুড়ে আচম্বিতে – অমিত্র
সঙ্গোপনে, নীরব পদচারণায়
গভীরতার দিকে।
জিরোয় – হয়তো কয়েকটা দিন নির্মম নৈঃশব্দে
সময়ের অবগাহনে রক্তপলাশ বাধা ছড়ায়
কুঁড়ে কুঁড়ে খায় সারাৎসার।
লুকানো প্রখর নখগুলো থাবার ভেতরে বিশ্রামে।
বিপন্ন সময়ে – জীবন তখন বেসামাল,
করুন কান্নায়।
অস্থির এক একদিন সুদীর্ঘ অসংলগ্ন
নিঃসহায়,
বিধাতার দরবারে সমর্পনের প্রার্থনায়।
কালান্তরে চলে যাওয়া জীবনের যত –
ঘাত প্রতিঘাত, গুপ্ত অপরাধ, অবৈধ যন্ত্রণার
আকর সামনে আসে, কৈফিয়ত চায়, কৈফিয়তে
কৈফিয়তে জেরবার।
উথাল পাতাল সময়ে–
ঘাতক তখন বিচারকের ভূমিকায়।